এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে

অনেক অভিযোগের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ হলো– সুযোগ পেলেই বাতাস না বুঝে দু-কলম ঠুকে বসি। এতে আমার অজান্তেই প্রতিপক্ষ তৈরি হয়। 'আনাড়ি মাস্টারসাহেবের' এ এক দোষ! এ দেশের বাতাসের অনুকূলে কথা বলতে জানে না! আসলে অভিযোগটা সত্য। তবে আমার এ ঠোকাঠুকি কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা রাজনৈতিক দলাদলির বিষয়ে নয়। কখনো কান টানলে মাথা এসে যায়। এটা অনিচ্ছাকৃত। কান ও মাথা সংযুক্ত, তাই। এ সমাজের শাশ্বত মাস্টারসাহেবদের একজন চুনোপুটি হিসেবে এদেশের সমাজব্যবস্থাপনা, নিয়ম-নীতি, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা, জনগোষ্ঠীর মন-মানসিকতা ও কর্ম নিয়ে দেশ ও সমাজের মঙ্গলের জন্য আমার বিবেচনায় যেটাকে ভালো মনে করি, তা জনসমক্ষে প্রকাশ করার চেষ্টা করি। এটা একজন মাস্টারসাহেবের সামাজিক দায়িত্বও বলা যায়।

আমরা যত কথাই বলি, একটা বিষয় আমাদেরকে মানতেই হবে যে, এদেশে সুস্থ সামাজিক বিকাশ নেই; সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ধস নেমেছে। মানবিক মূল্যবোধ, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, দেশপ্রেম সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। জনগোষ্ঠী জন-আপদে পরিণত হয়েছে, জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনায় মনুষ্যত্বহীনতার অশরীরী আত্মা ভর করেছে। এসবই অনভিপ্রেত। এতে এ জাতি পথ হারাবে। সময়ের অনিবার স্রোতে গা ভাসিয়ে সামনের দিকে চলতে থাকলেও পরিণতি শুভ নয়। প্রতিটি সুশিক্ষিত দেশ-সচেতন ব্যক্তিই তা ভালো করে বোঝেন। তাই কথা না-বলে পারা যায় না। এ দেশের মানবগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত ও জনসম্পদরূপে গড়ে তোলার কথা তো সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই বলা হচ্ছে। কিন্তু নগদ হাতে কত? জনসম্পদ ও জাতীয় উৎকর্ষ-বিরুদ্ধ এসব অপচর্চা, অপশিক্ষা ও অপমানসিকতা থেকে পরিত্রাণের অগত্যা মধুসূদন হিসেবে একটা পথের রূপরেখা সংক্ষিপ্ত পরিসরে এভাবে হতে পারে:

আমাদের সমাজে ভালো-মন্দ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের বসবাস। সুশিক্ষিত লোকগুলো সমাজের কোনো কাজে আর সম্পৃক্ত হতে চান না। এদেরকে বেছে আলাদা করে পরিবেশ দিয়ে কাজে লাগাতে হবে। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই প্রতিটা দেশে সমাজসেবক আছেন। সমাজ উন্নয়নে যুগে যুগে তারা কাজ করে যাচ্ছেন। এদের অনেকেই আছেন– নিঃস্বার্থভাবে সমাজসেবা করতে চান। দেশব্যাপী প্রতিটি এলাকায় ক্রমশ 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' গঠন করতে হবে। 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' একটি স্বশাসিত, অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী, সেবাদানকারী সমাজ-সংগঠন হিসেবে কাজ করবে। প্রতিটা সদস্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অহিংস মনোভাবে বিশ্বাসী হবেন। প্রতিটা সদস্যের রাজনৈতিক দলের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন থাকতেও পারে, তবে তারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ নেবেন না। সমাজসেবার মাধ্যমে ত্যাগের মহিমায় তারা মর্যাদাপ্রাপ্ত হবেন। শিক্ষা-সেবা সমাজের সব কার্যক্রম ক্ষমতাভিত্তিক ও কর্তৃত্ববাদী না হয়ে পরামর্শমূলক হবে। প্রতিটা কাজের মধ্যে শিক্ষা ও আদর্শ ফুটে উঠতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষের সাথে সংগঠনের বিশ্বস্ততার সম্পর্ক গড়ে ওঠে; সমাজের সাধারণ মানুষ সংগঠনের সদস্যদেরকে শ্রদ্ধা ও অনুসরণ করে। এ দেশের স্থানীয় সরকার গঠনের উদ্দেশ্যও তো মূলত এরকমই ছিল, যা এখন দিকভ্রষ্ট হয়ে গেছে। 'মহান রাজনীতিবিদ'দের কৃতকর্মের সে কাসুন্দি এখানে আর না ঘাটি।

'শিক্ষা-সেবা সমাজ' গঠন মূলত সমাজের অশিক্ষিত, নিরক্ষর, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষাহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে উন্নতি ও উৎকৃষ্টতার পথে নিয়ে যাবার একটা সম্মিলিত প্রচেষ্টা, শিক্ষার মান বাড়ানো, সমাজশিক্ষার ব্যবস্থা করা। 'শিক্ষা-সেবা সমাজ'-এর আওতা হবে তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার পরিবার বা তার কিছু বেশি-কম। প্রত্যেক পরিবারকে একটা একক হিসেবে গণ্য করা হবে। প্রথমত এক বা একাধিক সমাজসেবক উদ্যোগ নিয়ে সমাজের মধ্য থেকে এগারো থেকে সতেরো সদস্যবিশিষ্ট একটা 'শিক্ষা-

সেবা সমাজ' গঠন করবেন। সদস্যদেরকে 'সোসাইটি কাউন্সিলর' বলা হবে। প্রথমে কাউন্সিলরের সংখ্যা কম হলেও সমস্যা নেই। কিন্তু কোনো অশিক্ষিত, খারাপ চরিত্রের মানুষ যেন কাউন্সিলে না ঢুকে পড়ে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। শুধু স্বার্থত্যাগী সমাজসেবকদের জায়গা দিতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলরদের মতামতের ভিত্তিতে তাদের মধ্য থেকে একজন 'প্রধান সোসাইটি কাউন্সিলর' নির্বাচিত হবেন। একজন সেক্রেটারি ও একজন ক্যাশিয়ারও নির্বাচিত হবেন। প্রতিটা পদ হবে পালাক্রমে বা পর্যায়ক্রমে। একজন কাউন্সিলর প্রধান সোসাইটি কাউন্সিলর না হয়েও নিজ উদ্যোগে অন্য কাউন্সিলরদের সাথে নিয়ে সমাজের কাজ করতে পারবেন। এখানে পদের তুলনায় কর্মোদ্যোগ ও কাজ প্রাধান্য পাবে। কাউন্সিলের সভায় সমাজ থেকে (সমাজের আওতা বুঝে) পঞ্চাশোর্ধ্ব সমাজ-সদস্য নিয়ে একটি ওয়ার্কিং কমিটি থাকবে। কাউন্সিল কথা, কাজে ও চিন্তায় গ্রামীণ দলাদলি, ক্ষুদ্র-মানসিকতা, ব্যক্তি-স্বার্থ, পারস্পরিক প্রতিহিংসা, গ্রুপিংয়ের উর্ধ্বে উঠে 'শিক্ষা-সেবা সমাজ'-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট হবেন।

শিক্ষা-সেবা সমাজের উদ্দেশ্য হবে মোটামুটি এরকম: ১. সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ। সাধারণ মানুষকে জনে জনে সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে সুস্থ চিন্তাধারার বিকাশসাধন করা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সম্মিলনে শিক্ষার জন্য ত্রি-পক্ষীয় সম্পর্ক গড়ে তোলা। প্রতিটা পক্ষকেই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বুঝিয়ে বলা। বিশেষভাবে অভিভাবকমহলকে তাদের সন্তানদের ব্যাপারে শিক্ষা ও শিক্ষার মান নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো। তাদের ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে উচ্চশিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত করতে বলা। স্কুল-মাদ্রাসাগুলোতে 'ফুল-টাইম স্কুলিং' ব্যবস্থার দিকে ক্রমশ নিয়ে যাওয়া। শিক্ষক ও অভিভাবকমহলকে বুঝিয়ে শিক্ষায় সততা, মানবিক মূল্যবোধ ও আদর্শ ফিরিয়ে আনা। সমাজের মানুষকে জনে জনে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও সুশিক্ষা বেগবান করা। ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-মাদ্রাসা থেকে ঝরে যাওয়া বন্ধ করা। স্কুল-মাদ্রাসার অবকাঠামো ব্যবহার করে অভিভাবকদের ও সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তাদেরকে সুপ্রশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত করা। শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া। জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা। সামাজিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা। সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করা। ২. স্কুল-মাদ্রাসার অবকাঠামো ব্যবহার করে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে সমাজের মানুষের সামাজিক স্বাস্থ্য-সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। ৩. গরিব, নিঃস্ব, পীড়িত, অসহায় ও মেহনতি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আর্ত-মানবতার সেবায় আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা। শেণিভেদে, বিশেষ করে নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের মাধ্যমে সুদবিহীন স্বল্পকিস্তিভিত্তিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা (ব্যক্তির আয়-রোজগার সৃষ্টিকারী সম্পদ তৈরি করে দেওয়া)। আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে মানুষকে কর্মমুখী করে গড়ে তোলা। ৪. 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' সমাজের সচ্ছল সদস্যদের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করে তাদেরকে দিয়ে এক বা একাধিক কৃষিভিত্তিক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি গঠন করার পরামর্শক হিসেবে কাজ করা। কোম্পানিতে কর্মরত কর্মচারী-কর্মকর্তাদের কাজে মনোযোগী হওয়া ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য কোম্পানির বাৎসরিক লাভের দশ শতাংশ তাদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা রাখতে পারে। এছাড়া কোম্পানি লাভের আরো দশ শতাংশ 'কর্পোরেট সোস্যাল রেস্পনসিবিলিটি'র জন্য 'শিক্ষা-সেবা সমাজ উন্নয়ন ফান্ড'-এ অবদান রাখবে। শিক্ষা-সেবা সমাজ এ ফান্ড ও অন্য আরো ফান্ড ব্যবহার করে সমাজ-উন্নয়নমূলক, আর্থিক সহায়তা প্রদান ও সেবাধর্মী কাজ করবে।

বর্তমানে ড্রাগ-এবিউজ সমাজে টিন-এজারদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছে। 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' শিক্ষক ও অভিভাবকদের এ বিষয়ে সচেতন করবে। প্রয়োজনে শিক্ষক-অভিভাবকদের সাথে নিয়ে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবে। আমরা জানি, সমাজে, অফিস-আদালতে সুশিক্ষিত লোকের পদচারণা বাড়লে দুর্নীতি কমবে, সুনীতি বাড়বে। সুস্থ-চিন্তাশীল সুশিক্ষিত লোক ক্রমশ জনপ্রতিনিধি হতে এগিয়ে আসবেন। চেষ্টা না-করলে

সমাজ, অফিস-আদালত দুর্নীতিমুক্ত, অপব্যবস্থাপনামুক্ত কোনোদিনই হবে না। এ দেশের সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সময়ের প্রয়োজনে দেশরক্ষার স্বার্থে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে হবে।

কাউন্সিলরদের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে, তাদের আওতাধীন বিভিন্ন মসজিদ-মাদ্রাসায় নিয়মিত যাওয়া। সেখানে কর্মরত মৌলভি-মাওলানাদের সাথে সমাজ উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। মৌলভি-মাওলানারা না-বুঝে তাদের অজান্তেই অকপটে কোমলমতি মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সযত্নে বেকার, অর্ধবেকার, ছদ্মবেকার, অকর্মণ্য, সৃষ্টি ও দুনিয়ার কাজে অযোগ্য করে খোদাভক্ত মুসলমান তৈরি করছে। কাউন্সিলরদের কাজ হচ্ছে, স্থানীয় সব মাদ্রাসায় জীবনমুখী, কর্মমুখী ও জীবনের উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষা চালু করার জন্য অনুরোধ করা। ছাত্রছাত্রীরা যেন বিজ্ঞান ও ব্যবসামুখী শিক্ষা নিয়ে কিংবা কারিগরি শিক্ষা নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে সে কথা বুঝিয়ে বলা। কুরআন ও হাদিস শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন অফিসে চাকরিতে তারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে দেশবাসীকে ভালো সেবা দিতে পারবে এবং এর বিনিময়ে হালাল রুজি রোজগার করতে পারবে। এছাড়া জনসেবার মাধ্যমে পরকালের মুক্তি নিশ্চিত হবে। দেশবাসীও অফিসের ভালো সেবা পাবে, ঘুষ-দুর্নীতি থেকে দূরে থাকতে পারবে, ভোগান্তি দূর হবে। ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ব্যবসা করলে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবে। উপার্জিত টাকা থেকে গরিব-অভাবীদের দান-খয়রাত করতে পারবে। ব্যবসাতে যদি ধার্মিক, চরিত্রবান, সৎ লোক চলে আসে, সাধারণ মানুষ যার-পর-নাই উপকৃত হবে। ওজনে কম নিতে হবে না, ভেজাল জিনিস খেতে হবে না, ব্যবসায়ীদের থেকে প্রতারিত হতে হবে না। কালোবাজারি, মজুতদারি, সিন্ডিকেটের হাত থেকে মানুষ রক্ষা পাবে। মৌলভি-মাওলানাদের আরো বলতে হবে, ধর্মকে পেশা বানানো ঠিক না; প্রতিটা মুসলমানেরই ধর্মের পাশাপাশি একটা কর্মের পেশা থাকা জরুরি।

কাউন্সিলররা প্রতিটি মসজিদের ইমামকে অনুরোধ করতে পারেন নামাজের দিন খুৎবা দেয়ার আগে বাংলাতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় মুসলমানের বৈশিষ্ট্য কী হওয়া উচিত, প্রতিহিংসার পরিণতি, অজ্ঞতার পরিণতি, স্বাস্থ্যশিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখার গুরুত্ব, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব, মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব, গরিব-দুঃখীকে দানের সাওয়াব, সমাজসেবা সম্বন্ধে কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা, সমাজসেবকের ইহকাল ও পরোকালের প্রাপ্তি, দুনিয়ার সমস্ত ন্যায়-কাজ ও পেশাগত সমস্ত কাজও ইবাদতের অংশ ইত্যাদি বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী করে বক্তৃতা দিতে। মসজিদের ইমামকেও সমাজসেবার জন্য কাউন্সিলর হিসেবে সাথে নিতে পারেন।

'শিক্ষা-সেবা সমাজ' মাঝে-মধ্যেই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে সমাজের প্রতিটা লোককে স্বাস্থ্যশিক্ষা দেবে। স্বাস্থ্যসচেতন করে তুলবে। স্বাস্থ্যসেবা দেবে। শিক্ষা-সেবা সমাজকে নিজ এলাকায় একটি শিক্ষা-সেবা ক্লিনিক ও একটা কমিউনিটি পাঠাগার তৈরি করবে। স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্য সেমিনার, হাতে-কলমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে। সার্বিক বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সাহায্য-সহযোগিতা নেবে। কাউন্সিলররা উপজেলা বা জেলার কোনো মানবহিতৈষী এক বা একাধিক ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যিনি বা যারা সপ্তাহে একেক দিন ক্লিনিকে এসে বিনা ফিতে বা নামমাত্র ফিতে রোগী দেখবেন। এতে সাধারণ মানুষ যারপরনাই উপকৃত হবে।

'শিক্ষা-সেবা সমাজ'-এর প্রত্যেক সদস্য এককভাবে দেশের প্রচলিত আইনের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে গেলে, সমাজে এক শ্রেণির লোক আছে, যাদের পুরো মগজটাই কুটিল বুদ্ধি ও বিকৃত চিন্তায় ভরা। এরা সমাজের ভালো কাজের উদ্দেশ্য বোঝে না বা বুঝতে চায় না, অথচ মাতব্বরিটা করতে চায়। গ্রুপিং, অন্তঃকলহ, দলবাজি, আত্মস্বার্থে মত্ত থাকে। শিক্ষা-সেবা সমাজ গঠনে এদেরকে এড়িয়ে যাওয়া ভালো।

সমাজে এই শ্রেণি ছাড়া সহজ-সরল, ভালো মানুষের সংখ্যাই বেশি। সমাজের উন্নত চিন্তার অধিকারী, দানশীল, মানবহিতৈষী, উদার মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ নিয়ে 'শিক্ষা-সেবা সমাজ' গঠন করতে হবে।

শিক্ষা-সেবা সমাজ তাদের অফিসিয়াল কাজকর্ম পরিচালনার জন্য ও নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যায় কাউন্সিলর ও সাধারণ সদস্যরা বসার জন্য সমাজের আওতাধীন কোনো একটা সুবিধাজনক জায়গায় অফিস রুম তৈরি করে নিতে পারেন।

দেশব্যাপী শিক্ষা-সেবা সমাজ পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম থাকবে। এ প্লাটফর্ম স্বীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে শুধু জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষা, জনসেবা এবং সমাজ উন্নয়নের আদর্শকে কাজে ও কর্মে ধারণ করে প্লাটফর্মের নীতিমালা নির্ধারণ করবে, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহায়তা নেবে, অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করবে এবং সে-মতো কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এ প্লাটফর্ম শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেবে।

'শিক্ষা-সেবা সমাজের' পুরো কর্মকাণ্ডটাই হবে ব্যষ্টিক উন্নয়নের মডেল আকারে এবং সামাজিক উন্নয়নে মানবসম্পদ তৈরির প্রক্রিয়া হিসেবে। মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও মানসিকতার উন্নয়নও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুগামী একটা সহায়ক উপাদান। এসব বিষয় নিয়ে আরো অনেক কথা বারান্তরে বলার আশা রাখি।

(১১ ডিসেম্বর ২০২২, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– প্রফেসর, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক।